দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ২৭ FEB ২০১০
পৃষ্ঠা ১০ কলাম

প্রসঙ্গ উচ্চশিক্ষা

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে এমনিতেই চলিতেছে নানাবিধ নৈরাজ্য। এক্ষেত্রে আবার নূতন করিয়া কোন জটিলতা সৃষ্টি হইলে সংকট বাড়িবে বৈ কমিবে না। দেশের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৯ বিলটি মন্ত্রিসভায় অনুমোদন লাভের পর বর্তমানে উহা জাতীয় সংসদে পাস হইবার অপেক্ষায় আছে। এই বিলটিকে আইনে পরিণত না করার জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদের পক্ষ হইতে দাবী জানানো হইয়াছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের সংগঠন 'এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ' গত মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করিয়া এই দাবী জানাইয়াছেন। তাহাদের মতে, এই আইনটি পাস হইলে দেশের উচ্চশিক্ষায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হইবে আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সরকারি কলেজে পরিণত হইবে। অর্থাৎ, এই আইনটি পাস হইলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কার্যতঃ সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে ইহাই তাহাদের প্রধান বক্তব্য। আর তেমনটি হইলে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, বিধি-নিষেধ ইত্যাদি উচ্চশিক্ষার হাল অবস্থানে জটিলতর করিয়া তুলিবে ইহাই আশঙ্কা। এ আইনে এক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের যে সুপারিশ রহিয়াছে উহাও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাদাতাদের এই সংগঠনের নিকট গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া জানানো হইয়াছে। তাহারা আরও বলিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের টিউশন ফি এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাজ হইতে পারে না। বিদ্যমান আইনেই যেখানে সকল সমস্যার সমাধান রহিয়াছে সেখানে এই নূতন আইন প্রণয়নপূর্বক নূতন নূতন সমস্যা-সংকট সৃষ্টির কোন অর্থ থাকিতে পারে না। এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান বলিয়াছেন যে, প্রচলিত আইনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম গতিশীল ও শক্ত করিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পাঠ্যক্রম অনুমোদন, প্রশাসন এবং কার্যক্রমের একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ দেওয়া আছে। উহা অবলম্বন করিলে নূতন আইন প্রণয়নের তো কোন প্রয়োজনই নাই।

দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারের জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকারের উপায় নাই। কেবল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর নির্ভর করিয়া দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের আশা তো দুরাশায় পর্যবসিত হইতে বাধ্য। আর এই কথাগুলিকে তথা বাস্তব প্রয়োজনীয়তাকে মাথায় রাখিয়াই নীতিনির্ধারকেরা দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দিয়াছিলেন। সেই মোতাবেক সারাদেশে অনেকগুলি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও গড়িয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে, আমাদের সামগ্রিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে ধরনের বৈষম্য এবং দুরবস্থা বিরাজমান উহা দূর করিতে হইলে নূতন নূতন বিধিমালা এমনকি আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিবে ইহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু সে আইন যদি গোটা ব্যবস্থাকে অধিকতর জটিলতর করিয়া তোলে তাহা হইলে সে ধরনের আইনের কোন সার্থকতাই থাকিতে পারে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম অভিযোগের কথা শুনিয়া থাকি। শিক্ষার নিম্নমান, ক্যাম্পাসের অভাব, শিক্ষকের অপ্রতুলতা, অতিরিক্ত ফি আদায়, ল্যাবরেটরীর অভাব, সার্টিফিকেট বিক্রয় ইত্যাকার নানাবিধ অভিযোগ শোনা যায়। এই সব অভিযোগই গুরুতর। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিধি ও নিয়মমাফিক যে সকল শর্ত পূরণের কথা, দেখা যায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই উহা করে নাই। ইহাতে স্বাভাবিকভাবেই এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম প্রশ্নবিদ্ধ হইতেছে এবং সরকারেরও দুর্নাম হইতেছে। এইসব কারণেই নূতন আইন প্রণয়নের উদ্যোগটি যে গৃহীত হইয়াছে উহা তো বলাই বাহুল্য। কথাটি হইল, বিদ্যমান অব্যবস্থা দূরীকরণের জন্য অবশ্যই সরকার এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মকর্তাদের উদ্যোগী হইতে হইবে। উচ্চশিক্ষা লইয়া কোন প্রকার হেলাফেলা, গড়িমসি ইত্যাদি বরদাশত করা যাইবে না। আবার এই ব্যাপারে অতিরিক্ত কঠিন ভূমিকা লইতে গিয়া উচ্চশিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই যেন ব্যাহত না হয় সেদিকেও সবিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। বিশ্বের বহু বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড, ম্যাকগিল এমনি বহু নামী-দামী বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে যেগুলি সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে নহে, নিজস্বভাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আওতায় চলে। উচ্চশিক্ষার জন্য গবেষণা অন্যতম প্রধান বিষয় আর গবেষণার জন্য যে সকল অবকাঠামোগত ব্যবস্থা দরকার সেগুলির বন্দোবস্ত করিতে কোন প্রকার শৈথিল্য চলিবে না। প্রস্তাবিত আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি বন্ধক রাখার উপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় ব্যাংক হইতে ঋণ গ্রহণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ করা সম্ভব নহে। সুতরাং এই বিষয়গুলিকেও আইন প্রণেতাদের মাথায় রাখিতে হইবে বৈ কি! আলোচ্য আইনটিতে ভিসিকে প্রচুর ক্ষমতা প্রদান, আউটার ক্যাম্পাস ও দূরশিক্ষণ চালুকরণ ও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা খোলার যে বিধান রাখা হইয়াছে উহা আমাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে। মোদ্দাকথা, আইনটি পাস করিবার আগে উল্লিখিত বিষয়গুলিকে বিবেচনায় লইতে হইবে আর তবেই কেবল প্রত্যাশিত ফললাভ সম্ভব হইতে পারে।